দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

উচ্চশিক্ষা স্তরে বাণিজ্য

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সার্টিফিকেট বিক্রি শিক্ষক রাজনীতি ও আইনের লংঘন

শাহজাহান শুভ

দেশে উচ্চশিক্ষা স্তরে বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা। বর্তমানে ২১টি পাবলিক ও ৫৪টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মূলত উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু জাতীয় ও ছাত্র রাজনীতির ভয়াল-নেতিবাচক প্রভাব, শিক্ষক রাজনীতি, আইনের লংঘন, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতা ও নীতিবোধের অভাব, সেশনজট, শিক্ষা নিয়ে অবাধ বাণিজ্য, শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট বিক্রিসহ নানা কারণে এই বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন প্রকৃত শিক্ষা থেকে। আবার পাস করার পর উচ্চ ডিগ্রিধারীরা জাতির সম্পদের পরিবর্তে বোঝায় পরিণত হচ্ছেন। উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'এপেক্সবডি' হিসেবে খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি), সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর হতাশার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান গতকাল (বুধবার) প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিবেদন পেশ করেন। এ সময় কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতকাল বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৫ সালের ওই রিপোর্টটি গত মাসে প্রকাশিত হয়। নিয়মানুযায়ী এরপর আগামী সংসদে এ রিপোর্ট পাসের জন্য পেশ করা হবে। ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর এম. আসাদুজ্জামান জানান, উচ্চশিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে মানুষের কল্যাণে এবং ব্যবহারিক জীবনে অর্থবহ করার জন্য তারা কাজ করছেন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছে। তিনি জানান, উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন ও সঠিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে কমিশন

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

উচ্চশিক্ষা স্তরে বাণিজ্য

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা সম্পন্ন করেছে। রিপোর্টেও অনেক সুপারিশ স্থান পেয়েছে। সবগুলোর সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল আশা করেন তিনি। এতে সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট উৎপাদন বন্ধ, উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন, রক্ষা, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, শিক্ষাকে সত্যিকার অর্থে জাতি গঠনে ব্যবহারে কার্যকরী করার জন্য অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা, সেশনজট নিরসনে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, সিলেবাস পুনর্গঠন, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমে মান নিরূপণসহ দশ দফা সুপারিশ করে বলা হয়েছে, ইউজিসির আইনি পদক্ষেপ নেয়ার সীমিত সুযোগ থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দৌরাত্ম্য লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। তাই সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে পরিবর্তন আনা ছাড়াও ইউজিসির আইনি পদক্ষেপ নেয়ার বিধি প্রণয়ন জরুরি। ইউজিসির চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে বলেন, 'উচ্চশিক্ষা নিয়ে যে দুর্বৃত্তায়ন ও ব্যবসা চলছে এবং প্রকারান্তরে জাতিকে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে তা বন্ধে মঞ্জুরি কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। অন্যথায় শিক্ষা বাঁচবে না।'

দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরে একাডেমিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন দিকের প্রতিবেদন স্থান পায় ইউজিসির বার্ষিক রিপোর্টে। সার্বিক দিক পর্যালোচনা শেষে পূর্ণ কমিশনের সভায় তা পাস এবং কমিশন সুপারিশ করে। সূত্র জানায়, সর্বশেষ রিপোর্টে কমিশন মোট ১০টি সুপারিশ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, সেশনজট নিরসনে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, সময়ক্ষেপণ ও আর্থিক ব্যয় বন্ধে এবং প্রক্রিয়া দ্রুততর করতে মেডিক্যাল কলেজের মত জাতীয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠান, ক্যাম্পাসের অচলাবস্থা নিরসনে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার বিধি প্রণয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয় এবং শিক্ষা আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় ও আবাসিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সংশোধন ও মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলোর অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ বন্ধ, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমে [illegible] নির্ধারণ, উচ্চশিক্ষা স্তরের বিষয়ভিত্তিক ও ডিগ্রিভিত্তিক সুচিন্তিত এবং কার্যকর পরীক্ষা পদ্ধতি ও নীতি

রিপোর্টে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি, ডিগ্রী ও প্রশাসনিক, পরীক্ষাসহ বিভিন্ন খাতের দুর্নীতির অভিযোগের কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত কঠোরভাবে বলা হয়েছে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টি না হয়ে বরং সার্টিফিকেটধারী গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে। এসব সমাধানে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারেও রিপোর্টে সুপারিশ রয়েছে। রিপোর্টে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার, আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি এবং ইউজিসির ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ আয় বাড়ানো এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতের কথা রয়েছে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার

সরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান মূল্যায়নে 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন হচ্ছে। গতকাল (বুধবার) বঙ্গভবনে অনুষ্ঠেয় এক সভায় শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরি প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদের কাছে এ পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুনর্গঠন অভিযানের অংশ হিসেবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিক্ষা উপদেষ্টা প্রেসিডেন্টের সহযোগিতা কামনা করেন। সার্বিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, দক্ষ শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরের শিক্ষার মান নিশ্চিত করা হবে। সব পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি দূরীকরণে সহযোগিতার জন্য তিনি সবার সহায়তা কামনা করেছেন। প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এম আমিনুল করিম সভায় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে দেশে ৫৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যার অধিকাংশই রাজধানীতে অবস্থিত। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।